যুগান্তর

তারিখ ... 16 MAY 2018
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ৫

ইউনেস্কোর বৈশ্বিক শিক্ষা পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

# আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে কোচিং ও গৃহশিক্ষকতা

যুগান্তর রিপোর্ট

স্কুলে পাঠদান কার্যক্রম আশঙ্কাজনক হারে হ্রাস পাওয়ায় বর্তমানে কোচিং সেন্টার এবং গৃহশিক্ষকতার ব্যবসা বাড়ছে। এ রূঢ় বাস্তবতা বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বেই বিরাজ করছে। এটি শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ বাড়াচ্ছে। বাড়তি খরচের জোগান দিতে গিয়ে অভিভাবকদের ওপর অর্থনৈতিক চাপও বাড়ছে। স্কুলের বাইরে এভাবে লেখাপড়ার বাজার তৈরি হলে ২০২২ সাল নাগাদ বিশ্বের অভিভাবকদের বছরে ২২৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি ব্যয় করতে হবে। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ ১৮ হাজার ১৬০ কোটি টাকা। জাতিসংঘের শিক্ষা ও বিজ্ঞানবিষয়ক অঙ্গসংস্থা ইউনেস্কো এ আশঙ্কার কথা তুলে ধরেছে সংস্থাটির সর্বশেষ বৈশ্বিক শিক্ষা পরিবীক্ষণ (জিইএম) প্রতিবেদনে। এটি মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে প্রকাশ করা হয়। এ উপলক্ষে রাজধানীর বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোতে (ব্যানবেইস) এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 'শিক্ষায় জবাবদিহিতা : আমাদের দায়বদ্ধতা পূরণ' শীর্ষক এ প্রতিবেদনে বিশ্বের ২০৫টি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর পরিচালিত এ সমীক্ষার তথ্য স্থান পেয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, গৃহশিক্ষকতা একটি বৈশ্বিক সমস্যা। এটি শিক্ষার সমতাকে ব্যাহত করে। এতে শিক্ষার্থীদের মানসিক ও অর্থনৈতিক চাপ বাড়ায়। প্রতিবেদনে এ সমস্যাসহ বিদ্যমান অন্য সমস্যা দূর করতে মোট ১২টি সুপারিশ করা হয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক, স্থানীয় জনসাধারণ, সরকারের প্রতিনিধি এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাকে তৎপর ও সচেতন হওয়ার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।